হে উদ্ধব। নৈরপেক্ষ্য অর্থাৎ অহৈতুক ভক্তিযোগে আমাকে লাভ করিতে পারে, সেই অহৈতুক ভক্তিযোগই বা কি প্রকারে লাভ হইতে পারে? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—যে জন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আমাকে পূজা করে, সেই জন অহৈতুক ভক্তিযোগ লাভ করে। সেই বিধিটির কথাও উল্লেখ করা আছে—

"যদা স্বনিগমেনোক্তং দ্বিজত্বং প্রাপ্য পুরুষঃ।
যথা যজেত মাং ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়া তন্নিবোধ মে ॥২৩৫॥

মানুষ দ্বিজত্ব লাভ করিয়া নিজ অধিকার অনুরূপ শাস্ত্রকথিত বিধি অনুসারে বিশ্বাসপূর্ব্বক ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে যে প্রকারে আমাকে অর্চ্চন করিবে, তাহার প্রকারটি বলিতেছি, তুমি সাবধানে শ্রবণ কর—ইত্যাদি প্রকরণে কথিত বিধি অনুসারে আমাকে যে জন পূজা করে, সেই জনই অহৈতুক ভক্তিযোগ লাভ করিতে পারে। এই অর্চ্চন শব্দে বিধিমত একাদশী জন্মাষ্টমী প্রভৃতিগত অনুষ্ঠানের পরিপাটির ক্রমজ্ঞানের হেতুরূপ বিধিটিও বুঝিতে হইবে। অনন্তর বৈধীভক্তির ভেদ শরণাপত্তি, শ্রীগুরুপ্রভৃতি সাধুসেবা এবং শ্রবণ, কীর্ত্তন প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। এই শরণাপত্তি প্রভৃতি ভক্তির অঙ্গ প্রত্যেকটিই দুইটি তিনটি অঙ্গ একত্র মিলিত হইয়া ভাবপ্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকে। সেইপ্রকার উক্তিই শাস্ত্র হইতে শুনা যায়। সেই ভক্তিঅঙ্গ সমুদয়ের মধ্যে প্রথম উক্ত শরণাপত্তিলক্ষণ এই যে—কামক্রোধাদি ষড়রিপুবিকৃত-সংসারভয়ে বাধিত হইয়াই মানব অনন্যোপায়ে শ্রীভগবানের চরণ শরণ গ্রহণ করে। যাহারা ভক্তিলাভের জন্যই কেবল কামনা করে, তাহারাও কাম-ক্রোধাদিকৃত ভগবদ্‌বৈমুখ্যদোষ বাধিত হইয়া শ্রীভগবানের চরণে শরণ লইয়া থাকে।

"নরোত্তম দাস বোলে, পড়িনু অসৎ ভোলে
পরিত্রাণ কর মহাশয় ॥
তুমি ত দয়ার সিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
মোরে প্রভু কর অবধান।
পড়িনু অসৎ ভোলে কাম তিমিঙ্গিলে গিলে,
ওহে নাথ! কর মোরে ত্রাণ ॥
যাবৎ জনম মোর, অপরাধ হৈল ভোর,
নিষ্কপটে না ভজেনু তোমা।
তথাপি তুমি সে গতি, না ছাড়িহ প্রাণ পতি,
আমা সম নাহিক অধমা ॥

(প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা)